১৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখের ইংরেজি পিডিএস থেকে অনুদিত

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

Bangladesh: Railway Rolling Stock Project

প্রকল্পের নাম	রেল-উপকরণ ও গাড়ী প্রকল্প
প্রকল্প নাম্বার	৪৯০৯৪-০০১
দেশ	বাংলাদেশ
প্রকল্পের অবস্থা	প্রস্তাবিত
প্রকল্পের ধরণ/সহায়তা	ঋণ
অর্থায়নের উৎস/পরিমান	**ঋণ: রেল**গাড়ী **প্রকল্প** অর্ডিনারী ক্যাপিটাল রিসোর্সেস ইউএস ডলার ২০০.০০মিলিয়ন
কৌশলগত বিষয়	অর্ন্তভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
পরিবর্তনের চালক	শাসন ব্যবস্থা এবং দক্ষতা উন্নয়ন
খাত/উপখাত	পরিবহন-রেল পরিবহন(মফস্বল এলাকা)
জেন্ডার সাম্যতা এবং মূলধারা শ্রেণীবিভাজন	জেন্ডার-উপকরণ নাই
বর্ণনা	প্রস্তাবিত রেলওয়ে বগি প্রকল্প বাংলাদেশের রেলপথ পরিবহণে ধারণ ক্ষমতা বাড়াবে। প্রধান প্রধান রেলপথ যেমন ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে আরো বেশি সংখ্যক বগি যেমন: ডিজেল লোকোমোটিভ, যাত্রীবহনকারী বগি সংযোজনে অর্থায়নের মাধ্যমে রেল পরিবহনের ধারণ ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটবে। এই বাড়তি বগি গুলো ব্যবহার করে একই রেলপথে বাড়তি ট্রেন চালানো যাবে।এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক(এডিবি) এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা(জাইকা)র যৌথ অর্থায়নে দুই ট্র্যাকের রেলপথ তৈরির অবকাঠামোর কাজ ২০১৫ সালের মধ্যেই শেষ হলে বাড়তি বগি দিয়ে নতুন ট্রেন চলাচল শুরু করতে পারবে। নতুন যুক্ত হওয়া বাড়তি বগিগুলো বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্রম বর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং পরিবহন খাতে রেলওয়ের ভূমিকা বাড়াবে। এই প্রকল্প বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষ ও নিরাপদ সেবার মান বাড়াবে। প্রকল্পের ফলাফল হিসাবে বাংলাদেশের প্রধান মিটারগেজ রেল পথের পরিবহন ক্ষমতা বাড়বে।প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৪টি মিটারগেজ যাত্রী পরিবহণকারী বগি এবং ১০টি ডিজেল-বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ এবং নতুন যন্ত্রপাতি যুক্ত হবে।

প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও দেশ/আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে এর সম্পর্ক	ঐতিহাসিকভাবে রেলওয়ে বেশি সংখ্যক যাত্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ নিত্যপন্য পরিবহনের জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। সড়ক পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহন,দুই ক্ষেত্রেই,রেলপথের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে ১৯৭৫ সালের ৩০ শতাংশ থেকে ২০০৫ সালে ৩ শতাংশে নেমে আসে। পরিবহন চাহিদা দিন দিন বাড়বার পরও বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবহার দিন দিন কমেছে আর এর বড় কারণই হলো রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের অভাব। সেকারণে ১৯৭৫ সালে এর পরিবহন ক্ষমতা যা ছিল, এখনও তাই-ই আছে। অন্যান্য পরিবহনের সাথে তুলনা করলে রেলপথে ভ্রমন নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব।দুর-যাত্রা ভ্রমনে বাসের চাইতে রেলওয়ে বেশি আরামদায়ক।বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিচালিত আন্ত:নগর ট্রেন সেবা ব্যাপক জনপ্রিয়। দেশটির, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে রেল পরিবহন ব্যবহারের মাত্রা অনেক বেশি(৯৮%)। ঢাকা-চট্টগ্রাম আন্ত নগর পরিবহন ট্রেনগুলোর টিকেট: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ হয়ে যায়। প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ যাত্রী আন্ত:নগর ট্রেনে যাতায়াত করে যা থেকে ৭৫ শতাংশের বেশিরভাগ রাজস্ব আয় হয়। অপ্রতুল রেল লাইন এবং বগী স্বল্পতার কারণে ঢাকা-চট্টগ্রামে রেলওয়ে পরিবহনের যাত্রী চাহিদা পুরোপুরি মেটানো কখনোই সম্ভব না।তাই রেলওয়ের খুবই আকর্ষনীয় বাজার অপেক্ষা করলেও নতুন কোন ট্রেনের সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায়(২০১১-২০১৫) জ্বালানী সাশ্রয়ী কম কার্বন নির্গমনকারী এবং বহুমাত্রিক পরিবহনে সক্ষম হিসাবে রেলওয়ের উন্নয়ন অর্ন্তভুক্ত করা হয়। ২০১৩ সালে ২০৩০ সাল পর্যন্ত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় রেলওয়ে খাতের পরিচালনা এবং সেবার মান উল্লেখজনক রকমের উন্নয়ন আবশ্যকীয় বলা হয়। একটি টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে টিকে থাকার জন্য উন্নত রেল সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয় মাস্টারপ্ল্যানে। সরকারের মাস্টারপ্ল্যান কৌশলে বাংলাদেশ রেলওয়ের মার্কেট শেয়ার৪ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ মাল পরিবহনে, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার পরিবহনে ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে এবং যাত্রী পরিবহনে ৪ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। রেলওয়েকে আকর্ষনীয় বাজার ধরার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। দূর পাল্লার যাত্রীদের জন্য আন্ত:নগর পরিবহন, নির্দিষ্ট কিছু রেল পথে মালবাহি ট্রেন এবং কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে রেলওয়েকে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার i.প্রধান প্রধান রেলওয়ে গন্তব্য পথের লাইন আরো উন্নত করবে ii. আধুনিক ইঞ্জিন , যাত্রীবাহি বগি এবং মালবাহী গাড়ী ক্রয় করবে iii. আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা চালু, পরিচালনা ও তত্বাবধান ব্যবস্থার উন্নতি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার বাস্তবায়ন করবে। এই প্রকল্পটি এডিবির বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব কৌশলের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ , যার লক্ষ্য পরিবহনের ব্যয় কমিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজারের সাথে দেশের সকল অঞ্চলের সংযোগ স্থাপন করে একটি টেকসই এবং অন্তভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তাকরা। সরকারের খাত ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলকে এডিবি সহায়তা করছে বহু কিস্তি ভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম প্রধান রেলপথে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করে। খাত-ভিত্তিক সংস্কার, এবং

	দক্ষিণ এশিয়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা কর্মসূচি, ও বহু কিস্তি ভিত্তিক রেলওয়ে খাত উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের লাকসাম-চিনকি আস্তানা অংশের উন্নয়নে অর্থায়ন, ৭টি রেল ইঞ্জিন ক্রয়, চট্টগ্রামের রেল মেরামত কারখানাআধুনিকায়ন ও রেল-প্রাঙ্গন উন্নয়নের জন্য JICA সহায়তা করছে। এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য আরো বগি ক্রয় করে নতুন একটি ট্রেন চালু করা এবং নতুন রেলপথের অবকাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে যা বাংলাদেশ রেলওয়ের মার্কেট শেয়ার বাড়াতে সাহায্য করবে। এই প্রকল্পটি একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প ঋণ হিসাবে তৈরি হবে এবং ঋণ সমঝোতার আগে প্রকল্পের চুড়ান্ত প্রস্তুতি, সরকারি অনুমোদন এবং দরপত্রের চুড়ান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হবে।
প্রভাব	বাংলাদেশে দক্ষ ও নিরাপদ রেলওয়ে সেবা প্রদান(ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা:২০১১-২০১৫)
ফলাফল	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান সংযোগগুলোর পরিবহন সক্ষমতা বাড়বে
বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১. নতুন বগি সংগৃহীত ২. নতুন যন্ত্রপাতি সংগৃহীত
ভৌগলিক অবস্থান	

নিরাপত্তা বেষ্টনী বিভাজন	
পরিবেশ	সি
অনৈচ্ছিক পূনর্বাসন	সি
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	সি

পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের সারসংক্ষেপ
পরিবেশগত দিক
অনৈচ্ছিক পূনর্বাসন
আদিবাসী জনগোষ্ঠী

অংশীদারগনের যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ	
প্রকল্প নকশাকালীন সময়	TBD
প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়	TBD

ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা সমূহ

পরামর্শক সেবা	TBD
ক্রয়	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল দ্রব্যাদি ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। দুই খাম ও এক ধাপ বিশিষ্ট এডিবি'র সাধারণ দরপত্র ব্যবহার করা হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মার্কুস রোজনার
দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিবি বিভাগ	দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ
দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিবি ডিভিশন	পরিবহন ও যোগাযোগ বিভাগ, এসএআরডি
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ রেলওয়ে(বিআর)

সময়-সূচি

ধারণাপত্রের ছাড়	৩ জুন ২০১৫
পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২৫ মে ২০১৫ থেকে ৫ জুন ২০১৫
MRM	১ জুলাই ২০১৫
অনুমোদন	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫
সবশেষ পর্যালোচনা	-
সবশেষ প্রকল্পপত্র হালনাগাদ	৩ জুন২০১৫
প্রকল্প ওয়েবসাইট	http://www.adb.org/projects/49094-001/main
তথ্য লিংক	http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49094-001

প্রকল্প তথ্যপত্রে (পিডিএস) প্রকল্প বা কর্মসূচির তথ্যের সারসংক্ষেপ থাকে: পিডিএস একটি চলমান কার্যক্রম হওয়ায় এর প্রাথমিক সংস্করণে কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত না-ও থাকতে পারে। তবে সেগুলো পাওয়া মাত্রই যুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সম্ভাব্য ও নির্দেশনামূলক হয়ে থাকে।

এডিবি প্রকল্প তথ্যপত্রে যেসব তথ্য দিয়ে থাকে, তা একেবারেই এর ব্যবহারকারীর জন্য।এডিবি তথ্যপত্রে উচ্চমান সম্পন্ন বিষয়বস্তু দেয়ার চেষ্টা করে। কোন রকমের লিখিত গ্যারেন্টি ছাড়া তথ্য যেমন ছিল হুবহু সেইভাবেই পরিবেশন করা হয়। তথ্যের বানিজ্যিক ব্যবহার, মেয়াদ-নিশ্চয়তা বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য যুতসই করে পরিবেশন বা মেধাসত্বের কড়াকড়ি ছাড়াই এডিবি তথ্যপত্রের তথ্য পরিবেশন করে। তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা সম্পরকেও এডিবি কোনরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করেনা।